দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 1 7 1999 .
পৃঃ ৮ কলাম ৩

51

পাঠক কলাম

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বুয়েট

দায়ী শিক্ষকদেরও জবাবদিহি করতে হবে

প্রথমবার যখন আমি বুয়েটে ভর্তি হই অনেক বাংলাদেশী ছাত্রকে সগর্বে বলতে শুনেছি, 'আমি বুয়েটের একজন ছাত্র'। কিছুদিন পরই আমি বুয়েটের শিক্ষা-মানে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছে, আমি এমন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করছি তার মান-সম্মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অনুমান করাও কঠিন, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে এখন আমাদের কি রকম বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা শুনতে হচ্ছে। সম্প্রতি বুয়েট বন্ধ ঘোষণার তিন ঘন্টার মধ্যে আমাদের হল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সেই হল ছাড়ার সময় বাড়ি ফেরার টিকেট সংগ্রহ করাটাও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সেজন্য সেই রাতটি হলেই থাকতেই হলো। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একটি হোস্টেল থেকে সেখানকার এক বন্ধুকে ফোন করলাম। কেননা সেই বিশৃংখল ঘটনার সময় সকল পাবলিক ফোনই বিকল ছিল। ফোনে ডিএমসিএইচ-এর এক ছাত্রকে পরিষ্কার বলতে শুনলাম, 'আমরা (ডিএমসিএইচ-এর) ছাত্ররাই এতদিন এসব বাজে ব্যাপার তথা সেশন জট, ধর্মঘট, হোস্টেলে মারামারি এবং শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহারে জড়িত ছিলাম। কিন্তু এখন দেখি এই কাজগুলোতে বুয়েটের ছাত্ররাও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, হাঃ হাঃ হাঃ।' আমি এই ছাত্রের এরকম ব্যবহার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

লেভেল-টু এবং টার্ম-ওয়ান ছাড়া বুয়েটের সকল ছাত্রই নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে চাচ্ছে। লেভেল-দু এবং টার্ম-ওয়ান এর ছাত্ররা পেশীশক্তি প্রদর্শন করার অজুহাত খুঁজছিল। একই সময় দিপু দুই বছরের জন্য বহিষ্কার হয়ে গেল। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে সেই শাস্তি এক বছরের জন্য পুনর্নির্ধারণ করা হলো। ছাত্রদের মধ্যে গুটিকতক যারা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট তারা সবসময়ই চাইতো পরীক্ষা পেছাতে। বিশেষ করে রশিদ হলের ছাত্ররা, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে সব সময়ই অগ্রভাগে ছিল। এর বাইরেও কিছু মেধাবী ছাত্রও পরীক্ষা পেছানোর ইস্যুতে সমর্থন যুগিয়েছিল। তারা চাচ্ছিল, পরীক্ষার ফলে আট সেমিস্টারে ৮টি পরীক্ষা না হয়ে যেন চার বছরে একবারই অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তারা দিপুর ইস্যুটি হাতে পেয়ে গেল। যদি দিপুর ঘটনা নাও ঘটতো তাহলেও বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য বুয়েটে বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হতো। উদ্দেশ্য অনির্দিষ্টকাল কিংবা অন্তত দু মাসের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা। অবশ্য আমি শুনেছি, ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত এরূপ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ২/৩ জন সম্মানিত শিক্ষকও দায়ী।

আমাদের বক্তব্যের পেছনের যুক্তি হচ্ছে-

১। লেভেল-টু এবং টার্ম-ওয়ানের ৫০ জন ছাত্র (যারা প্রায় সারাবছরই কোনরূপ পড়াশোনা করে না) চাচ্ছিল, বিশ্বকাপের পরই পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হোক। তারপর বুয়েটের সম্মানিত শিক্ষকগণ বিশ্বকাপের পূর্বেই পরীক্ষার শেষ তারিখ নির্ধারণ করে তাদের বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও নিশ্চিত ছিল, প্রস্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্র বহিষ্কারের ঘটনা না ঘটলেও অনুরূপ একটি ইস্যু দাঁড় করানো হতো।

২। গুটিকয়েক শিক্ষক পূর্ব থেকেই ভিসিকে অপসারণের জন্য নানা ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছিলেন। কারণ ভিসি সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে আসেননি। এ সময়েই ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে পুরকৌশল বিভাগের ডিন এই বলে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন, যদি তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গ্লাস ভেঙে ফেল তাহলে বুয়েট দু মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং যদি এর চেয়ে আরও বেশি গ্লাস ভাঙচুর কর তাহলে তোমরা অনুমান কর ক্যাম্পাস কতদিনের জন্য বন্ধ হতে পারে।'

সেজন্যই বলা যায়, কিছু শিক্ষক ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক অবস্থাকে ভাল চোখে দেখেননি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিসিকে পদত্যাগ করানো এবং সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে পরবর্তী ভিসি নিয়োগ দেয়া। বুয়েট শিক্ষকদের এই ধরনের রাজনৈতিক খেলায় যদি ছাত্ররা ব্যবহৃত হয় তা সত্যিই দুঃখজনক।

৩। নবনির্বাচিত ইউকসু নেতৃত্ব দেখল, লেভেল-টু এবং টার্ম-ওয়ানের ছাত্ররা সব সময়ই ভোট ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত। সেজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনই তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য নৈতিকতাকে বর্জন করেছে। সে কারণে যে কেউই প্রথম রাতের উচ্ছৃংখল উন্মত্ত আচরণ দেখে সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় সম্মানিত শিক্ষকগণ ছাত্রদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, যেকোন মূল্যে পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক উচ্ছৃংখল ছাত্র চিন্তা করল, এমন ত্রাস সৃষ্টি করা হবে যাতে করে শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। দুঃখের সাথে বলতে হয়, সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষিত হলো। এখন এ মুহূর্তে দিপুর এক বছরের বহিষ্কার ইস্যুর কোন গুরুত্ব নেই, আমরা এ আলোচনা পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় শেষ করে আনতে পারি ঃ

১। যদিও আমরা সকলেই বুয়েটের ছাত্র হিসেবে নিজেদের গর্ববোধ করি; কিন্তু ছাত্রদের অনেকেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রগুলো অনুধাবন করতে পারছে না। অধিকাংশ ছাত্রই ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির ফাঁদে পা দিয়ে চালিত হচ্ছে। সে কারণে বুয়েটের ছাত্র হিসেবে আমার আদৌ কোন গর্ব নেই। বুয়েটের ছাত্ররা পড়াশোনায় 'ব্রিলিয়ান্ট' হলেও রাজনীতির ময়দানে 'জিরো'। তারা নিজেরাও বুঝতে পারে না, তাদেরকে কে কিভাবে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফায়দা তুলে নিচ্ছে?

২। আমি আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আপনাদের রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আঙিনার বাইরে রাখুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে নয়। আপনারা শুধু আমাদের পিতামাতার মতোই নন, আপনারা আমাদের সঠিক পথনির্দেশকও বটে। আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে করে আপনাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। শুধু শিক্ষকের পাঠদান নয় তার ব্যক্তির রুচি ও আচরণও ছাত্রদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। তাদেরও এমন কোন আচরণ করা উচিত নয় যাতে ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি আমি আকুল আবেদন জানাচ্ছি, বিশৃংখল অভিযুক্ত ছাত্রদের পাশাপাশি যেসব শিক্ষক বিশৃংখল ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদেরও চিহ্নিত করুন। ব্যবস্থা নিন।

চলুন আমরা সকল ছাত্র এবং সম্মানিত শিক্ষক মিলে সকল ধরনের রাজনীতি এবং অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করি।

❑ লেখক, বুয়েটে অধ্যয়নরত জনৈক বিদেশী ছাত্র।